ঘরে বাবু একা!

ঘরে ফেরার পর কর্মজীবী মায়ের সঙ্গে বাচ্চা

● রাশিদা খাতুন

কর্মজীবী মায়েদের সন্তানকে ঘিরে দুশ্চিন্তার শেষ নেই। কেউ কেউ সমস্যা সমাধান করতে না পেরে চাকরিই ছেড়ে দেন। এমন উদাহরণ আমাদের সমাজে দৃষ্টি দিলেই মিলবে। প্রশ্ন হচ্ছে, চাকরি ছেড়ে দেয়াটা সমাধান, নাকি অন্য উপায়ও আছে! এখন ডে-কেয়ার সেন্টার হচ্ছে। অনেক অভিভাবক তাদের সন্তানকে সেরকম সেন্টারে রেখে যান। যদিও সবার জন্য এ ব্যয়ভার বহন সম্ভব হয় না। অনেকে আবার বাধ্য হয়েই গৃহপরিচারিকার কাছে সন্তানকে রেখে যান।

এ প্রসঙ্গে কর্মজীবী মায়েদের কথাই শোনা যাক।

শিল্পী চাকরি করেন একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে। ছয় বছরের এক মেয়েকে নিয়ে থাকেন সাভারের একটি বাসায়। চাকরির সুবাদে শিল্পীর স্বামী ঢাকার বাইরে থাকেন। সপ্তাহের বৃহস্পতিবার রাতে আসেন, শনিবার চলে যান। এদিকে বাবা-মাকে কাছে না পেয়ে বড় একা হয়ে যায় শিল্পীর মেয়ে তন্নী। শিল্পী জানান, 'তন্নীর জন্মের পর থেকেই বাসার কাজের মেয়ের কাছে থাকত। বাসায় ফিরতে আমার সাধারণত রাত হয়। কিন্তুতন্নীকে নিজের বোনের মতো ভালবাসত কাজের মেয়েটি। সে জন্য তন্নীকে নিয়ে আমার খুব চিন্তা হতো না। হঠাৎ মেয়েটির বিয়ে হয়ে যায়। এরপর তন্নীর দেখাশোনার ভার নেয় পাশের বাসার ভাড়াটিয়া। সেজন্য আমি তাদের নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকাও দিতাম। রাতে বাসায় ফিরলেই তন্নী বলত, 'ওরা আমাকে মারে। আমার সঙ্গে চিৎকার করে কথা বলে আর আমার সব খাবার খেয়ে ফেলে।' একথা আমি বুঝতাম; কিন্তু কিছুই বলতাম না। যদি আমার মেয়ের কোনো ক্ষতি করে তাই! দুই মাস যেতে না যেতেই তন্নী একদম নিশ্চুপ হয়ে যায়। কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করলে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকে। আমি যখন অফিসে যাওয়ার জন্য তৈরি হই, সে কান্না শুরু করে। কান্নার ধরনটাও ভয়াবহ। দেখলে মনে হতো দম বন্ধ হয়ে যাবে। কোনো কিছু বোঝাতে গেলে তন্নীর শরীর কাঁপত। এরপর আমার শ্বাশুড়িকে বাসায় নিয়ে আসি। তন্নী ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। আমি বুঝতে পেরেছি নিজের পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকাটা ভুল। সংসার এবং অফিসের কাজ কোনোটাই কিন্তু কোনোটার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। দুটোই সামলে চলতে হবে একজন নারীকে। সমস্যা যেমন ভিন্ন, সমাধানেও আছে ভিন্নতা। এমনই বললেন একজন কর্মজীবী মা। আমদানি-রফতানিকারক একটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা করতেন কাজী মুন্নী যে অফিস ছিল বাসা থেকে অনেক দূরে। যেহেতু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, সময় মেনে কাজ ছিল অসম্ভব। ফলে সন্তানকে বেশি সময় দিতে পারতেন না। কাজী মুন্নী নতুন বাসা নিলেন আর বাসার একরুম রাখলেন অফিস হিসেবে। তিনি বলেন, 'আমি এখন কাজের ফাঁকে আমার সন্তান রিফাতকে সময় দিতে পারি। তার সব বিষয়ে খোঁজ নিতে পারি। তাছাড়া সন্তানকে রেখে দূরে অফিস করতে যাওয়াটা আমার জন্য মানসিক অশান্তির কারণও ছিল। সেটা থেকেও মুক্তি মিলেছে। আমি মনে করি একজন মায়ের কর্মক্ষেত্রের পাশাপাশি বাসা নেয়া উচিত। কর্মক্ষেত্রের পাশে বা খুব কাছে বাসা নিশ্চিত করাটাও সব মায়ের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। সার্বিকভাবে চিন্তা করতে গেলে একজন কর্মজীবী মায়ের করণীয় সম্পর্কে জেনে নেয়া যাক শিরীন আক্তার সুরমার কাছ থেকে। তিনি নিউ মডেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সমাজকর্ম বিভাগের প্রভাষক।

অফিসে যাওয়ার আগে প্রস্তুতি : সম্ভব হলে অফিসে যাওয়ার আগে বাচ্চাকে স্কুলে দিয়ে যেতে পারেন একজন কর্মজীবী মা। নির্দিষ্ট সময়ের আগে নিতে পারলে সে আরো একটু বেশি সময় খেলতে পারে এবং বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দে মেতে উঠতে পারে। এমনটা করা গেলে মায়ের অনুপস্থিতি তার ওপর খারাপ প্রভাব ফেলবে না। অফিসে যাওয়ার আগে বাচ্চাকে কিছু কাজ দিয়ে আসতে পারেন। যেমন– ড্রয়িং করা, হোমওয়ার্ক রেডি করা ইত্যাদি।

অফিসে আসার পর মায়ের ভূমিকা : যিনি দায়িত্বে থাকবেন তাকে ফোন করে নিশ্চিত করতে হবে বাচ্চা খেয়েছে কিনা; সে কী করছে। বাচ্চা যে খেলা পছন্দ করে সেগুলো দেয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। বাচ্চার সঙ্গেও কথা বলতে হবে। দিনে ঘুমাল কিনা সেটাও জানা প্রয়োজন। শিশুকে বাসায় রেখে গেলে দিনে অন্তত তিন-চারবার ফোন করে তার খোঁজ নেয়া দরকার। বাচ্চা কী করছে, তার এখন কেমন লাগছে এসব জিজ্ঞেস করতে পারেন। আপনি তাড়াতাড়িই ফিরে আসবেন, এটাও আশ্বস্ত করুন।

মানসিক প্রস্তুতি : কাজে যোগ দেয়ার আগে থেকেই মাকে এ বিষয়ে বিশেষ প্রস্তুতি নিতে হবে। সারাদিন বাচ্চা যার কাছে থাকবে, তার আচরণ বাচ্চার ওপর প্রভাব ফেলবে এটাই স্বাভাবিক। এই বিষয়টা মাথায় রেখে বাচ্চার দায়িত্ব অন্যের কাছে অর্পণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে নিকট আত্মীয় হলে ভালো। চাকরির ধরন বুঝে কর্মপরিকল্পনাকে ভাগ করে নেয়া যেতে পারে। তাতে সুবিধা অনেক।

বাবারও রয়েছে দায়িত্ব : বাবাকেও হতে হবে যত্নশীল। মা-বাবা দুজনই কর্মজীবী হলে সন্তানকে দায়িত্ববোধ শেখাতে হবে। তাছাড়া সন্তানের শিক্ষকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করা উচিত। যেহেতু চাকরিজীবী মায়েদের অফিসের দায়িত্ব আর সংসারের দায়িত্ব, দুটো আলাদা আলাদা বিষয়। দুটিই ভালবাসা, শ্রম আর মেধায় গড়া। তাই সন্তানের দেখভালের ব্যাপারে মায়ের সঙ্গে বাবাকেও সক্রিয় হতে হবে।

অফিস থেকে ফেরার সময় : বাইরে থেকে ফিরে প্রথমেই একবার সন্তানের কাছে গিয়ে তার ভালো-মন্দ জেনে নেয়া ভালো। তার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলার চেষ্টা করতে হবে। অফিসে যাওয়ার সময় যদি তাকে কোনো কাজ দিয়ে যাওয়া হয়, তার খোঁজ নিতে হবে। বাইরে থেকে ফেরার পথে সামর্থ্য অনুযায়ী মাঝে মধ্যে তার জন্য ছোটখাটো উপহার আনা যেতে পারে। বাচ্চাকে বোঝাতে হবে যে– যদি বাইরে না যাওয়া যায়, তাহলে এ উপহার কীভাবে আসবে? এভাবে বোঝালে সে মায়ের বাইরে যাওয়াকে কেন্দ্র করে কষ্ট পাবে না; বরং আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করবে। শেষ কথা, শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের ক্ষেত্রে মায়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানের কোনো বিকল্প নেই।

সংসারের খরচ জোগাতে যে নারীকে ঘরের বাইরে গিয়ে কাজ করতে হয়, তার সন্তানরা আচরণ ও বুদ্ধিমত্তায় তুলনামূলক এগিয়ে থাকে। তাই সন্তানকে বঞ্চিত করছেন এমন ভেবে কর্মজীবী মায়ের নিজেকে অপরাধী ভাবার কোনো রকম সুযোগ নেই। সম্প্রতি এমনটাই জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের একদল গবেষক। ■